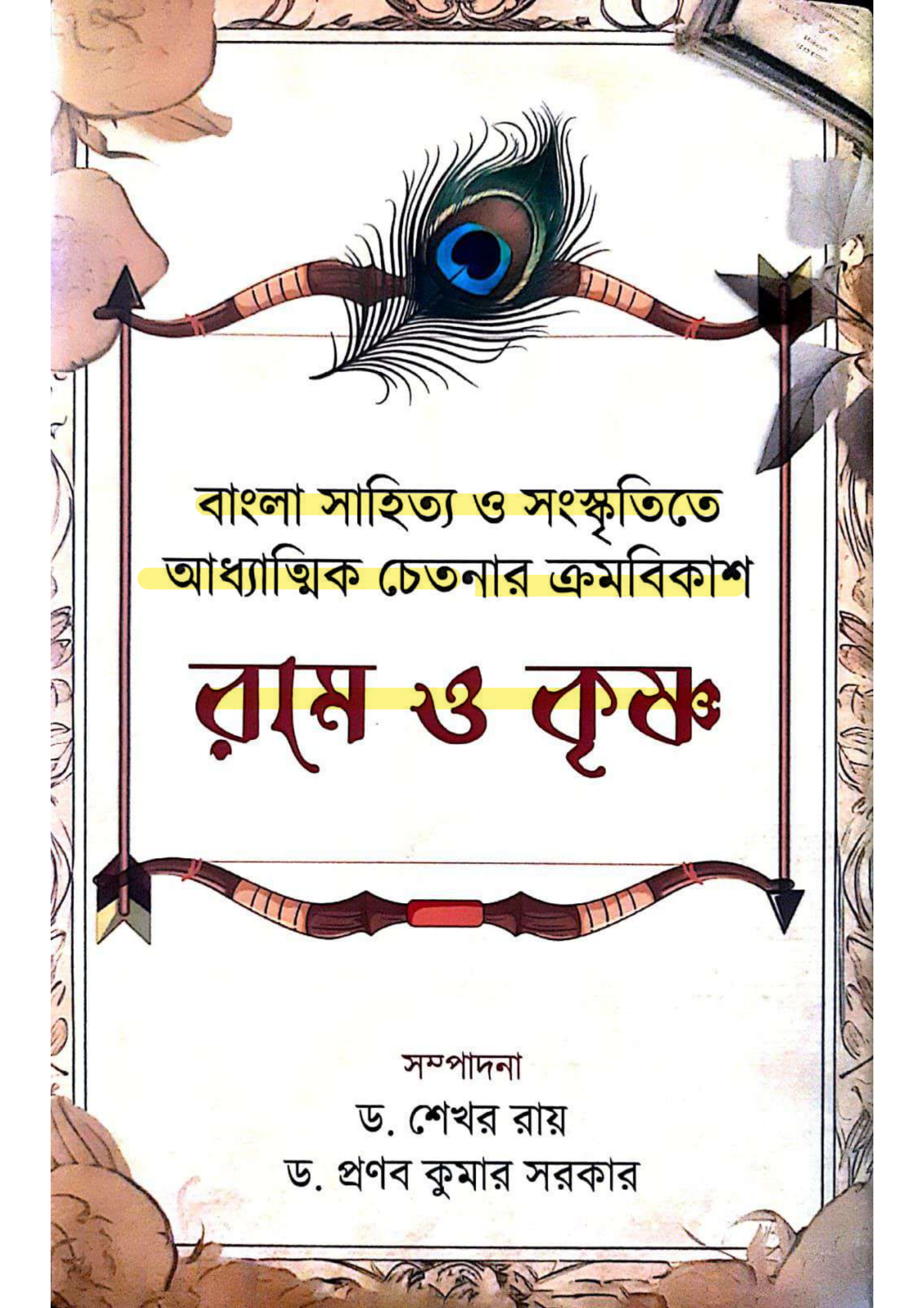




বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে
আধ্যাত্মিক চেতনার ক্রমবিকাশ

রাম ও কৃষ্ণ

সম্পাদনা

ড. শেখর রায়

ড. প্রণব কুমার সরকার

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে আধ্যাত্মিক চেতনার ক্রমবিকাশ : রাম ও কৃষ্ণ

প্রকাশকাল

১০ জানুয়ারি, ২০২৫

গ্রন্থ-সম্পাদনা

ড. শেখর রায় ও ড. প্রণব কুমার সরকার

ISBN : 978-81-983135-8-4

গ্রন্থস্বত্ব

রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত)

প্রকাশক

স্বামী একচিত্তানন্দ

অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত)

প্রচ্ছদ

তনুময় কোলে

বর্ণবিণ্যাস ও অলংকরণ

আশিস রায়

মুদ্রণ

আল্ফাবিটা ইম্প্রেশনস্

মহেশতলা, কলকাতা - ৭০০১৪২

Bangla Sahitya o Sanskritite Adhyatmik Chetanar Kramabikas :
Rama O Krishna

Published by Ramakrishna Mission Residential College (Autonomous),
Published on 10th January, 2025

চৈতন্য রেনেসাঁসের আলোকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য
লক্ষ্মী সাহা ১৮৪

রবীন্দ্রনাথের গানে আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ
ড. শমীপর্ণা রক্ষিত ১৯১

অনুবাদিত বাংলা সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণকথা : প্রসঙ্গ নিবেদিতার পুরাণের গল্পগাথা
শুক্লা গাঙ্গুলী ১৯৯

মার্ক্সবাদী কবির কাব্যে রামকথা : প্রসঙ্গ 'ছেলে গেছে বনে' ও অন্যান্য
ড. সিদ্ধেশ্বর ব্যানার্জী ২০৭

চৈতন্যদেবের ভক্তিবাদ ও ভারতায়ন
ড. সুধাংশুকুমার সরকার ২১৫

রবীন্দ্র সংগীতে আধ্যাত্মিকতা
ড. সৌমিত্র মুখোপাধ্যায় ২২৪

রবীন্দ্র সাহিত্যে বৈষ্ণবীয় প্রভাব

স্বপ্না দেব

ও

ড. অভেদানন্দ পাণিগ্রাহী ২৩৩

राम की शक्तिपूजा : संघर्षरत मानव का स्वर
Dr. Amardeep Shaw ২৪১

রবীন্দ্র সাহিত্যে বৈষ্ণবীয় প্রভাব

স্বপ্না দেব

কম্পাল্ট্যান্ট, এস.ও.ই, এন.এস.ও.ইউ

ও

ড. অভেদানন্দ পাণিগ্রাহি

কোয়ার্ডিনেটর, বি.এড., এস.ও.ই, এন.এস.ও.ইউ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যসম্ভার নানারূপ বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। তাঁর সাহিত্যকর্মে অর্থাৎ কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, গানে প্রায় সকল রকম রচনাতেই শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি বিভিন্ন দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তার সমাবেশও পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। তাই রবীন্দ্র সাহিত্যের উপাদান সমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসেবে বৈষ্ণবীয় ভাবনা বিরাজমান। বৈষ্ণবীয় ভাবনার প্রকৃতিকে উদ্ঘাটন করতে গেলে দেখা যাবে সেখানে কৃষ্ণপ্রেম, মানবপ্রেম, আত্মার মুক্তি এবং পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তির গভীর অনুভূতি নিহিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যেও মূলত কাব্যে, গানে ও প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে এই ভাবনার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। যে রস ও রহস্যের, প্রেম ও সৌন্দর্যের, শোক ও বেদনার, দুঃখ ও আনন্দের সৃষ্টি দ্বারা বিশ্বজগতের সকল মানুষ পরিবেষ্টিত হয়ে আছে, সেই ভাবনাকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় প্রকাশ করে গিয়েছেন। তাই তরুণবয়সেই রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবীয় ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তারই নিদর্শন ভানুসিংহের পদাবলী। এই প্রসঙ্গে যে বিষয়টির উল্লেখ করা খুবই জরুরী তা হল বৈষ্ণবীয় ভাবনা বলতে কি ধরনের ভাবনাকে বোঝানো হয়ে থাকে বা বৈষ্ণবীয় ভাবনার বৈশিষ্ট্যই বা কী? ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ভক্তির মধ্য দিয়ে আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলনই হোল বৈষ্ণবীয় ভাবনার প্রধান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যকর্মে বৈষ্ণবীয় প্রভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা তার রচনা ও দর্শনে গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রভাবটি বিশেষভাবে তাঁর কবিতা, গান, নাটক এবং ছোটগল্পে দেখা যায়। বৈষ্ণব ধর্মের ঐতিহ্য এবং ভাবধারার সাথে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের আলোচনা করলে তার সাহিত্যিক জীবন এবং বিশ্বদৃষ্টির মধ্যে এক অদৃশ্য সংযোগ দেখতে পাওয়া যায়।

বৈষ্ণব পদাবলীর মূল বৈশিষ্ট্য

বৈষ্ণব পদাবলী বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের রসভাষ্য নামে খ্যাত এক শ্রেণির ধর্মসঙ্গীত সংগ্রহ। চতুর্দশ শতকে এর উদ্ভব ঘটলেও ষোড়শ শতকেই এর যথার্থ ব্যাপ্তি ঘটে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা এর প্রধান অবলম্বন হলেও শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ রসের মধ্য দিয়ে ভক্ত-ভগবানের মিলন ঘটে এখানে। বিভিন্ন রূপের মাধ্যমে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনই বৈষ্ণব পদাবলীর মুখ্য বিষয়, যেখানে রাধা ও কৃষ্ণ মূল উপাদান রূপে বিরাজিত। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ হলেন সৎ-চিৎ-আনন্দের মূর্তিমান বিগ্রহরূপ পরমাত্মা আর রাধা তারই প্রকাশাত্মিকা শক্তিরূপ জীবাত্মা। শ্রীকৃষ্ণের লীলাসুখানুভবের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের ছাদ্মিনী অংশ সজ্জাত রাধার সৃষ্টি। তৎসত্ত্বেও রাধাকৃষ্ণের মিলনে বিপুল প্রতিবন্ধকতা। কারণ রাধা-কৃষ্ণের প্রেম অসামাজিক, পরকীয়া। অর্থাৎ জাগতিক ভাবে এটি পরকীয়া হলেও পারমার্থিক ভাবে এটি ঈশ্বরে বিলীন হওয়ার প্রক্রিয়া। এই প্রসঙ্গে হুমাউন আজাদের বক্তব্যকে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, "বৈষ্ণব কবিতায় এসে দেখা যায় মনের রাজত্ব, যেন মন আর তার আকুলতা ছাড়া বিশ্বের সব কিছু মিথ্যে। বৈষ্ণব কবিরা তাদের কবিতায় ঘর সংসার সমাজ বিশ্ব সকল কিছুকে মিথ্যে বলে ঘোষণা করেছেন; একমাত্র সত্য বলে দেখিয়েছেন হৃদয়কে। তাই বৈষ্ণব কবিতার সর্বত্র দেখা যায় হৃদয়ের জয়। হৃদয়ই বৈষ্ণব পদাবলির বিশ্ব।" অর্থাৎ মানবতাকে পরমাত্মার অভিব্যক্তিস্বরূপ বলা যেতে পারে।

শুধু জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলনই নয়, প্রকৃতির সঙ্গে ঈশ্বরের মিলনও বৈষ্ণবীয় ভাবনায় প্রস্ফুটিত হতে দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৈষ্ণবীয় ভাবনার মূল বৈশিষ্ট্য

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি কর্মেও ঈশ্বর বা পরমাত্মার প্রতি গভীর প্রেম পরিলক্ষিত হয়। তাঁর বহুগান ও কবিতায় ঈশ্বর প্রেমের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। শুধু কাব্য গ্রন্থই নয় গল্প, নাটক, উপন্যাস ও প্রবন্ধের মধ্যেও তার যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভানুসিংহের পদাবলী নামক রচনা সম্ভারের সম্পূর্ণ অংশই বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবধারায় রচিত। এই গ্রন্থের কবিতাবলীর মধ্যে তাই ব্রজবুলি ভাষার অনুকরণ দেখতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব কবিদের দ্বারাও তিনি ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। ভানু সিংহের পদাবলীতে ভগিতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সেই ভঙ্গী অনুসৃত হতে দেখা যায়। তবে রবীন্দ্র অনুভবে মৌলিকত্ব রয়েছে। বৈষ্ণবীয় ভাবনার অনুরণন থাকলেও হুবহু অনুকরণ নেই। তাই রাধাকৃষ্ণলীলার রসতত্ত্বের ভাবগভীরতায়

অনুপ্রবেশ না করে নিজের স্বকীয়তাকে মেলে ধরতে পেরেছেন ভানুসিংহের পদাবলীর ছত্রে ছত্রে। তাই তাঁর রচনা ধর্মীয় বাতাবরণের উর্ধ্বে উঠে সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠতে পেরেছে। বৈষ্ণবীয় ভাবনায় রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা সীমার সঙ্গে অসীমের মেলবন্ধন ঘটায়। কৃষ্ণ প্রেমিকা শ্রীরাধিকা মহাবিশ্বের প্রতিনিধি অপরদিকে কৃষ্ণ আনন্দময় পরমাত্মার পরমপুরুষ। এই মহাবিশ্ব ও অসীমের সত্যসম্বন্ধকে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই গীতাঞ্জলী কাব্যে তার সুন্দর প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সীমা ও অসীমের মিলন বার্তার প্রকাশ দেখা যায় তাঁর রচিত গানের মধ্য দিয়ে। সেটি হল—

“সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর
তোমার মধ্যে আমার প্রকাশ তাই এত মধুর
কত বর্ণে কত গন্ধে, কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর।”

রূপ-অরূপের মিলন অর্থাৎ জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলনকে অবলীলায় সংঘটিত করে দিলেন। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব বা মৌলিকত্ব। ঈশ্বরপ্রেম, ঈশ্বর ভক্তি ও আত্মার মুক্তি, প্রকৃতির সাথে ঈশ্বরের মিলন— এই সবই বৈষ্ণবীয় ভাবনায় যেমন পরিস্ফুট হতে দেখা যায়, ঠিক তেমনি রবীন্দ্র সাহিত্যের ছত্রে ছত্রেও পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়।

রবীন্দ্র সাহিত্যে বৈষ্ণবীয় প্রভাব: বৈষ্ণব ভাবনা ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যচর্চায় বৈষ্ণবী ধর্ম ও ভাবনার প্রভাব একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাঁর সাহিত্যিক জীবনে বৈষ্ণবী ভাবনা এবং ভক্তিবাদী চিন্তা গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষত, তাঁর কবিতা, গান, নাটক এবং ছোটগল্পে এই প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনেও বৈষ্ণবী ধর্মের প্রভাব ছিল, কারণ তাঁর পরিবার বৈষ্ণবীয় আধ্যাত্মিক চর্চা ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে গভীরভাবে জড়িত ছিল।

বৈষ্ণবী ভাবনা মূলত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির চিন্তা, যা সর্বত্র প্রেম, ভক্তি এবং ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যের আদর্শকে অনুসরণ করে। বৈষ্ণব ধর্মের মূল দৃষ্টি হল ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়া, যেটি ভক্তির মাধ্যমে অর্জিত হয়। ভক্তির মাধ্যমেই দেবতার প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা প্রকৃত ভাবে প্রকাশিত হয়। এই ধারণা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের পরিবার, বিশেষ করে তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বৈষ্ণবী ধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির পুনর্জাগরণে বিশ্বাসী ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজে যদিও একেবারে তাত্ত্বিকভাবে এক নির্দিষ্ট ধর্মীয় মতবাদে আবদ্ধ ছিলেন না, তবে তাঁর চিন্তাভাবনায় ও সাহিত্যকর্মে বৈষ্ণবী ভাবনা ও ভক্তি ছিল প্রবলভাবে প্রভাবিত।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বৈষ্ণব ভাবনার এক অন্যতম প্রকাশ হলো শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম ও ভক্তির ভাবনা। গীতাঞ্জলি এবং তার অন্যান্য কবিতায় ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কের চিত্রায়ণ যেন ভক্তির এক নিখুঁত রূপ। যেমন, "তুমি যে পথ দিয়ে যাবে, আমি সেই পথে পথ চলি" – এই ধরনের কবিতায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং তাঁর আনুগত্যের এক প্রকৃত অনুভূতি তুলে ধরা হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের পক্ষে সৃষ্টির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং মানুষের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য একত্রিত হতে দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র এবং কিছুটা আধুনিক। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে শুধুমাত্র একটি ঐতিহাসিক বা পুরানিক চরিত্র হিসেবে গ্রহণ করেননি, বরং তাঁকে মানুষের অন্তর্গত চেতনা এবং আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতীক হিসেবে দেখেছেন। গীতাঞ্জলির কবিতাগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম এবং ভক্তি মানবজীবনের গৌরবের প্রতীক হিসেবে ফুটে ওঠে। তার সাহিত্যধারা কখনো একপেশে ভক্তি বা একপেশে ঈশ্বরতত্ত্বকে গুরুত্ব দেয় না, বরং তিনি আধ্যাত্মিকতার বহুমাত্রিকতা তুলে ধরেছেন।

রবীন্দ্রনাথের গানে বৈষ্ণব ভাবনার উপস্থিতি অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি তার গানে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি, প্রেম এবং আধ্যাত্মিক সাধনার এক গভীর অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর বিখ্যাত গান "মধুর হবি রে" বা "তুমি হোও সৃজন" এর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এক অমর ভালোবাসার অভিব্যক্তি দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের গানে শ্রীকৃষ্ণের ছবি যেন একটি চিরন্তন প্রেমের প্রতীক, যা শুধু ধর্মীয় ভাবনা নয়, মানবিক সত্তার একটি অমূল্য গুণ হিসেবে ফুটে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের নাটকেও বৈষ্ণব ভাবনার প্রভাব দেখা যায়। "রাজা", "মুকুট", "অধিকার" ইত্যাদি নাটকে তিনি মানুষের ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক চেতনা এবং সেই চেতনার প্রতি ভালোবাসা তথা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চিত্র তুলে ধরেছেন। এই নাটকগুলিতে ঈশ্বর এবং ভক্তির সম্পর্কের দার্শনিক এবং

আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র অনেক সময়ই তাঁর নাটকগুলির মূল ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।

বৈষ্ণবী ভাবনা এবং রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক এক গভীর আধ্যাত্মিক এবং দার্শনিক সম্পর্ক। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য কখনো একপেশে ভক্তিবাদী বা একপেশে শাস্ত্রীয় ধর্মীয় মতবাদে আবদ্ধ হয়নি, বরং তিনি শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে মানুষের গভীর ভালোবাসা এবং প্রেমের অবিরাম অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর রচনায় বৈষ্ণবী ভাবনা এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে আধ্যাত্মিক জীবন এবং প্রেমের সত্তাকে সৃষ্টিশীলভাবে উপস্থাপন করেছে।

রবীন্দ্র সাহিত্যে বৈষ্ণবীয় ভাবনার নানান উদাহরণ

রবীন্দ্রনাথের গল্পে, গানে ও কাব্যে নাটকে সর্বত্রই বৈষ্ণবীয় ভাবনার ছাপ সুস্পষ্ট। বিশেষ করে ভানুসিংহের পদাবলীর সকল গানেই, ভাষা থেকে শুরু করে বহিরঙ্গ, অন্তরঙ্গ সকল ক্ষেত্রেই বৈষ্ণবীয় ভাবনার প্রতিফলন পরিস্ফুট হতে দেখা যায়। ‘ভানুসিংহের পদাবলী’র প্রথম কবিতাতেই ব্রজবুলি ভাষার অনুকরণ দেখতে পাওয়া যায়।— “গহণ কুসুম কুঞ্জ মাঝে/মৃদুল মধুর বংশি বাজে,/বিসরি ত্রাস লোক লাজে/ সজনি, আও আও লো।” আবার কখনো বা পদাবলীর ধনিঝংকার অনুরণিত হতে থাকে ভানুসিংহের— বসন্ত আওলরে!

মধুকর গুণ গুণ অনুয়া মঞ্জরী

কানন ছাওল রে।

এর মধ্য দিয়ে। ব্রজবুলি ভাষায় লেখা পদগুলির সঙ্গে ভানুসিংহের কবিতার সাদৃশ্য যথেষ্ট গভীর। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ প্রশান্ত কুমার পালের ‘রবিজীবনী’ গ্রন্থের পাদটীকাতে চন্দ্রনাথ বসুর মন্তব্যটির উল্লেখ করা যেতে পারে।

“The sentiment of love is expressed in these sonnets in forms which are at once so deep, delicate, fine, fervid and in verses so full of the luxuriance of Music and Melody that it is difficult to decide who the better sonneteer the imitator Bhanusinha Thakur is, or his Model the great Baisnaba poet.”

(প্রশান্ত কুমার পাল, রবিজীবনী ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃঃ ২৭৬)

“প্রমথ নাথ বিশী বলেছেন , মানুষ জন্মগ্রহণ করে বিশেষ ভূখণ্ডে, বিশেষ কালখণ্ডে। তারপর এই সাধনার বেগে বিশেষকে অতিক্রম করিয়া নির্বিশেষে পৌঁছায়, জন্মগত ভূখণ্ড ও কালখণ্ডকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বে পৌঁছায়। যাহাদের সাধনবেগের সুকৃতি আছে তাহারাই এইরূপ ভাগ্যবান। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধের মূলে এই বিশেষ ভূখণ্ড ও কালখণ্ডের বোধ (রবীন্দ্রায়ণঃ পুলিন বিহারী সেন ১ম খণ্ডঃ পৃ. ৩)।” সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের মননে চিন্তনে ধর্মীয় বাতাবরণ ছিল বলেই হয়তো বৈষ্ণবীয় ভাবনাও গভীরভাবে প্রোথিত হতে পেরেছিল। শুধু কাব্যের মধ্যেই নয় রবীন্দ্রনাথের পদাবলী সাহিত্যের পরশ তাঁর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ ও সৃজনশীল সাহিত্যের কোণায় কোণায় খুঁজে পাওয়া যাবে। কখনও বৈষ্ণব পদাবলী, আবার কখনও বৈষ্ণব পদকর্তা তাঁর রচনার উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে। তাঁর লেখা ‘কড়ি ও কোমল’ কাব্য গ্রন্থের বহু কবিতায় বৈষ্ণব পদাবলীর মানসিকতার প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। এই কাব্য গ্রন্থের বাঁশি, বিরহ, বিলাপ প্রভৃতি কবিতা বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকৃষ্ণের বিরহ যন্ত্রণার কোমল স্পর্শের সাক্ষ্য বহন করছে। বৈষ্ণব পদাবলীর মূল বাণী যে প্রেম অনন্ত আদি প্রেম যা দিয়ে মানুষ ভগবানের আরাধনা করে তারই ছায়া রবীন্দ্রনাথের কবিতায় দেখতে পাওয়া যায়। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সেই মিলনের সুরই রবীন্দ্রনাথের অনন্ত প্রেম কবিতায় ধনিত হতে থাকে—

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি

শত রূপে শত বার

জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যিক জীবনে বৈষ্ণবীয় ভাবনার প্রভাব অত্যন্ত গভীর। তার কবিতা, গান, ছোটগল্প, এবং নাটকগুলোতে এই প্রভাব বিশেষভাবে দৃশ্যমান। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলোতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম, ভক্তি এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কের বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়। তাঁর নাটকগুলোতে কখনো সরল ভক্তির ভাবনা, কখনোই শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের ভেতর দিয়ে মানব জীবনের তীব্র আত্মঅন্বেষণও উঠে আসে।

রবীন্দ্রনাথের নাটকে বৈষ্ণব ভাবনার প্রতিফলন

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির মধ্যে যে বৈষ্ণব ভাবনার প্রভাব দেখা যায়, তা বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ এবং ভক্তির মধ্যে নিহিত। তাঁর নাটকগুলি ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা এবং মানবিকতা – এই তিনটি মৌলিক উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটে।

কিছু নাটকে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এবং সেই চরিত্রের মধ্য দিয়েই ভক্তির সম্পর্ক এবং আধ্যাত্মিক যাত্রার ধারণা ফুটে ওঠে। এর মধ্যে প্রধান নাটকগুলি হল :

ক. "মুকুট"

এই নাটকটি শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধার প্রেমের একটি গভীর ও সূক্ষ্ম চিত্র উপস্থাপন করে। এখানে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রটি এক দিক থেকে ঈশ্বরত্বের প্রতীক, আবার অন্যদিকে একজন মানব প্রেমিকের চরিত্রও। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের এক অবিরাম অনুসন্ধান দেখিয়েছেন, যা রাধার প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের রূপ এখানে এমন এক ভক্তির জগৎকে প্রতিফলিত করে, যেখানে প্রেম এবং বিশ্বাস একত্রিত হয়।

খ. "রাজা"

"রাজা" নাটকে রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর এবং মানব জীবনের সম্পর্ক এবং তার ভেতরের সংঘাতের চিত্র তুলে ধরেছেন। এই নাটকে শ্রীকৃষ্ণের মতো ঐশ্বরিক চরিত্রের প্রতি বিশ্বাস এবং মানুষের ভেতরের দ্বন্দ্বের একটি তীব্র চিত্র ফুটে ওঠে। রাজা নাটকের কেন্দ্রবিন্দুতে ভক্তির জয়, আত্মসমর্পণ এবং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের শক্তি দেখানো হয়েছে।

গ. "কৃষ্ণকীর্তন"

এটি একটি বৈষ্ণবী দর্শনীয় নাটক, যেখানে শ্রীকৃষ্ণের গীতার শিক্ষা এবং তাঁর জীবন ও আধ্যাত্মিকতা কীভাবে মানুষকে পথ দেখাতে পারে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রকেই আধ্যাত্মিক জীবনের মূর্ত রূপ হিসেবে দেখা হয়, যা মানুষকে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার মাধ্যমে মানবজীবনের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করাতে সহায়ক।

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলোতে বৈষ্ণব ভাবনার যে প্রতিফলন ঘটেছে, তা একদিকে শ্রীকৃষ্ণের অনুপ্রেরণা এবং অন্যদিকে তার বোধের উন্নতি এবং মানবিক উন্নতির দিশা দেয়। তার নাটকগুলিতে ভক্তি, প্রেম, আত্মসমর্পণ এবং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে এক নতুন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ, শ্রীকৃষ্ণের মতো এক মানবিক চরিত্রকে জীবনের আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যে চরিত্রের মাধ্যমে মানুষের আত্মিক মুক্তির ধারণা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। এই চিন্তা থেকে তাঁর নাটকগুলিতে এক

আধ্যাত্মিকতার সন্ধান দেখা যায়, যেখানে ভক্তির সাথে জড়িত রয়েছে মানব জীবনের সংকট, দ্বন্দ্ব এবং তার পরিত্রাণের উপায়।

রবীন্দ্রনাথের "গীতাঞ্জলি" এবং তাঁর নাটকগুলিতে বৈষ্ণব ভাবনার যে সম্পর্ক রয়েছে তা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। "গীতাঞ্জলি" -এর কবিতাগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম, ভক্তি এবং অনন্ত বিশ্বাসের উপস্থাপনা যেমন রয়েছে, তেমনি তাঁর নাটকগুলিতেও শ্রীকৃষ্ণের অনুপ্রেরণায় মানব জীবনের ভেতর ঈশ্বরের উপস্থিতির অনুভব করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিতে বৈষ্ণবী ভাবনার প্রতিফলন একটি গভীর আধ্যাত্মিক অন্বেষণ, যেখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম এবং ভক্তির মধ্য দিয়ে মানব জীবনের আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা উন্মোচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র এবং তাঁর ভাবনার মাধ্যমে একজন মানুষের আত্মশুদ্ধি, বিশ্বাস এবং আত্মসমর্পণের ধারণা ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর নাটকগুলি শুধু বৈষ্ণবী ভাবনার প্রতিফলন নয়, বরং এটি সেই যুগের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনের অন্বেষণকেও প্রদর্শন করে।

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য ভাণ্ডারে বৈষ্ণবীয় ভাবনা প্রভাবিত বহু রচনা থাকলেও সর্বত্রই তাঁর স্বকীয়তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদাবলীর মত ধর্মীয় বাতাবরণে আবৃত না থেকে মানবপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম এবং জীবনের গভীর উপলব্ধিকে তাঁর সাহিত্যকর্মে যুক্ত করেছেন। যার ফলস্বরূপ বাঙালীর মননে, চিন্তনে, দর্শনে ও সংস্কৃতিতে এই বোইষ্ণবীয় ভাবনা গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। তাই তা দেশ কাল ছাড়িয়ে বিশ্বের দরবারে স্থান পেয়েছে। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আধুনিক ও স্বতন্ত্র পথের পথিক।

তথ্যসূত্র :

- ১। রবীন্দ্ররচনাবলী, 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' □ পৃষ্ঠা ১৩৪ এবং ১৩৪
- ২। প্রশান্ত কুমার পাল, রবিজীবনী, ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃ. ২৭৬
- ৩। রবীন্দ্ররচনাবলী, গীতাঞ্জলি পৃ. ৭৮
- ৪। বেঙ্গল পদাবলী, চণ্ডীদাস, পৃ. ৪৩ এবং ৫৬
- ৫। রবীন্দ্ররচনাবলী
- ৬। রবীন্দ্রায়ণঃ পুলিন বিহারী সেন ১ম খণ্ডঃ পৃ. ৩